

দ্বিতীয় ২: বাজেট এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা

বিভাগ ২.১: বাজেট তৈরি এবং পরিচালনা

বাজেট আসলে কী তা বোঝা অপরিহার্য, এবং আমি বলব যে বাজেটিং হল আপনার নিজস্ব আর্থিক নিয়ন্ত্রণে থাকার প্রথম ধাপ। বাজেট হল আপনার অর্থের জন্য একটি নির্দেশিকা, এটি দেখায় যে আপনার অর্থ কোথা থেকে আসে এবং কোথায় যাওয়া উচিত। বাজেট তৈরি করা সত্যিই আপনার উপকার করতে পারে, অতিরিক্ত ব্যয় এড়াতে, আপনার ভবিষ্যতের লক্ষ্যগুলির জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে এবং আপনার আয়ের সর্বাধিক ব্যবহার করতে সাহায্য করে।

আপনার নিজস্ব বাজেট তৈরি করার জন্য আপনি যে পদক্ষেপগুলি নিতে পারেন:

১. আপনার আয়ের তালিকা তৈরি করুন: আপনার সাপ্তাহিক, মাসিক, এমনকি বার্ষিক আয় লিখিতভাবে লিখুন। এর মধ্যে উপহার, খণ্ডকালীন কাজ, এমনকি একটি ভাতাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

২. আপনার ব্যয়ের হিসাব রাখুন: আপনার ব্যয়কে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করুন:

প্রয়োজন: প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যেমন খাবার, পোশাক, বা স্টেশনারি সামগ্রী

চাহিদা: মজাদার জিনিস যা আপনাকে উপযোগী করে তোলে, যেমন সিনেমা বা ভিডিও গেম

সঞ্চয়: ভবিষ্যতের জন্য বা জরুরি অবস্থার জন্য আপনি যে অর্থ আলাদা করে রেখেছেন

৩. আপনার ব্যয়ের পরিকল্পনা করুন: প্রতিটি বিভাগের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করবেন তা নির্ধারণ করুন।

৪. আপনার বাজেট মেনে চলুন: আপনার লক্ষ্য এবং লক্ষ্যের শীর্ষে থাকার জন্য আপনার ব্যয়ের হিসাব রাখুন।

আপনার আয় এবং ব্যয় তালিকাভুক্ত করার পরে প্রতিটি ক্ষেত্রে কত টাকা বিনিয়োগ করবেন তা নির্ধারণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি সপ্তাহে \$50 আয় করেন, তাহলে আপনি \$10 সাশ্রয় করতে পারবেন, \$15 চাহিদা পূরণে ব্যয় করতে পারবেন এবং \$25 প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য ব্যয় করতে পারবেন। এটি আপনাকে আপনার আর্থিক ভবিষ্যত সুরক্ষিত করা এবং এখন আপনার অর্থ উপভোগ করার মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। মনে রাখবেন যে একটি বাজেট কেবল তখনই কার্যকর যদি আপনি এটি অনুসরণ করেন। আপনি যদি নিয়মিতভাবে এটি মূল্যায়ন এবং সংশোধন করেন তবে আপনার বাজেট আপনার লক্ষ্য এবং আর্থিক অবস্থার সাথে প্রাসঙ্গিক থাকবে।

বিভাগ ২.২: আয় এবং ব্যয়ের হিসাব রাখা

আপনার আয় এবং ব্যয়ের হিসাব রাখা কার্যকর অর্থ ব্যবস্থাপনার মেরুদণ্ড। এভাবেই আপনি আপনার অর্থ কোথা থেকে আসে এবং কোথায় যায় তা ট্র্যাক করতে পারেন। যদি আপনি আপনার ব্যয়ের অভ্যাস চিনতে পারেন, তাহলে আপনি সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং হঠাৎ অর্থ ফুরিয়ে যাওয়া এড়াতে পারবেন। আপনার উপার্জিত প্রতিটি ডলারের হিসাব নিয়ে শুরু করুন, তা ভাতা, কাজ, এমনকি খণ্ডকালীন চাকরি থেকে হোক, তারপর, প্রতিটি ব্যয় যত ছোটই হোক না কেন, লিখে রাখুন। এর মধ্যে খাবার, সাবস্ক্রিপশন ইত্যাদির মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আপনার খরচকে চাহিদা, চাহিদা এবং সঞ্চয়ের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করে আপনি প্রবণতাগুলি সনাক্ত করতে পারেন এবং অতিরিক্ত ব্যয় করার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আবিষ্কার করতে পারেন যে আপনি প্রতি সপ্তাহে মাত্র \$5 সাশ্রয় করেন এবং খাবারের জন্য \$10 খরচ করেন। এই আচরণগুলি পরিবর্তন করে, আপনি আরও অর্থ সাশ্রয় করতে সক্ষম হতে পারেন। বেসিক স্প্রেডশিট বা বাজেটিং অ্যাপ্লিকেশনের মতো সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে ট্র্যাকিং সহজ এবং আরও নির্ভুল করা হয়। আপনি আপনার আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে পারেন এবং আপনার আয় এবং ব্যয় নিয়মিত বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনি আপনার বাজেটের মধ্যে রয়েছেন।

বিভাগ ২.৩: কার্যকর অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য টিপস

কার্যকর অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য সুশৃঙ্খল অভ্যাস এবং বুদ্ধিমান পরিকল্পনা প্রয়োজন, এবং এর বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রথমে নিজেকে অর্থ প্রদান করা এবং অন্য কোনও কেনাকাটা করার আগে আপনার বেতনের একটি শতাংশ সঞ্চয়ের জন্য বরাদ্দ করা সেরা কৌশলগুলির মধ্যে একটি। এটি নিশ্চিত করবে যে ভবিষ্যতের যেকোনো উদ্দেশ্য, খরচ বা সংকটের জন্য আপনার কাছে সর্বদা অর্থ থাকবে। আবেগপ্রবণ কেনাকাটা এবং অযৌক্তিকতা এড়ানো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ। কেনার আগে সর্বদা বিবেচনা করুন যে কোনও জিনিস প্রয়োজন বা চাহিদা কিনা। যদি এটি একটি চাহিদা হয়, তাহলে ব্যয়টি ন্যায্য কিনা তা দেখার জন্য এক বা দুই দিন বিলম্ব করার কথা ভাবুন।

৫০-৩০-২০ নিয়ম হল একটি সহজ অর্থ ব্যবস্থাপনা সূত্র: ২০% সঞ্চয় করুন, চাহিদার জন্য ৩০% ব্যয় করুন এবং প্রয়োজনের জন্য ৫০% ব্যয় করুন। এই কৌশলটি নিশ্চিত করে যে আপনার আয় সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট আর্থিক উদ্দেশ্য থাকা, যেমন একটি গেম কনসোল বা বাইকের জন্য সঞ্চয়, আপনাকে অনুপ্রাণিত এবং মনোযোগী রাখে। উপরন্তু, সর্বদা জরুরি পরিকল্পনা করুন। একটি ছোট জরুরি তহবিল আপনাকে আর্থিক কষ্ট এড়াতে সাহায্য করতে পারে কারণ জীবন অপ্রত্যাশিত। এই পরামর্শগুলি অনুসরণ করে আপনি এমন ভাল আর্থিক অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন যা আগামী বছ বছর ধরে আপনার জন্য ভালো হবে।

বিভাগ ২.৪: বাস্তব জীবনের প্রয়োগ

আসুন দেখি দৈনন্দিন জীবনে অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং বাজেট কীভাবে কাজ করে:

উদাহরণ ১: একটি ছুটির সপ্তাহান্ত

আপনার কাছে ১০০ ডলার আছে এবং আপনি বন্ধুদের সাথে একটি ছুটির দিন কাটানোর আয়োজন করছেন। আপনি ২০ ডলার আলাদা করে রাখতে, ৩০ ডলার কার্যকলাপে ব্যয় করতে এবং ৫০ ডলার খাবারের জন্য ব্যয় করতে বেছে নেন। আপনি অতিরিক্ত ব্যয় এড়াতে পারেন এবং আগে থেকে পরিকল্পনা করে নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনার কাছে সবকিছুর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আছে।

উদাহরণ ২: একটি বড় ক্রয়ের জন্য অর্থ আলাদা করে রাখা

আপনি ৩০০ ডলারে একটি বাইক কিনতে চান। আপনি যদি সপ্তাহে ১০ ডলার সাশ্রয় করেন তবে ৩০ সপ্তাহের মধ্যে আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। আপনার উল্লয়ন পর্যবেক্ষণ করলে ভ্রমণে উত্তেজনা এবং পরিপূর্ণতা যোগ হতে পারে।

বিভাগ ২.৫: মজার তথ্য

১. বাজেটের ইতিহাস আছে: খাদ্য বিতরণ এবং সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, প্রাচীন মিশরীয়রা বাজেট কৌশল ব্যবহার করত।

২. ৫০-৩০-২০ নিয়মের উৎপত্তি: মার্কিন সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেনই প্রথম এই জনপ্রিয় বাজেট নিয়মটি প্রস্তাব করেছিলেন।

৩. ডলারের ক্ষমতা: এমনকি ১ ডলারের দৈনিক সঞ্চয়ও এক বছরে ৩৬৫ ডলারে পৌঁছাতে পারে, এবং সুদের সাথে আরও বেশি!

৪. অর্থ ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার: মিন্ট এবং ওয়াইএনএবি (আপনার একটি বাজেট দরকার) এর মতো অনেক বিনামূল্যের প্রোগ্রাম আপনার আয় এবং ব্যয়ের হিসাব রাখা সহজ করে তোলে।

৫. বিলিয়ন ডলারের বাজেট: আপনি কি জানেন যে নাসা বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করে? মহাকাশ অনুসন্ধানের জন্য অর্থায়নের জন্য তাদের বাজেট সাবধানে পরিকল্পনা করতে হবে!
